এক ঝলক

নাম চুরি মামলা

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** বিস্কুটের নাম চুরির অভিযোগ! আপাতত 'কপিরাইট' আইনের জটে বিস্কুট প্রস্তুতকারক সংস্থা পার্লের 'টপ গোল্ড স্টার' নামে চালু বিস্কুট বাজারজাত, বিক্রি ও বিপণনের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। অপর বিস্কুট প্রস্তুতকারক সংস্থা বিস্ক ফার্মের আবেদনের ভিত্তিতে একপক্ষর শুনানিতে এই স্থগিতদেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। আগামী ২৭ আগস্ট পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে। সোমবার বিস্ক ফার্মের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। আদালতে বিস্ক ফার্মের অভিযোগ, ২০০৫ সালেই তারা 'টপ গোল্ড' নামে বিস্কুট বাজারজাত করে। সেই সময়ে এই 'টপ গোল্ড' নামের উপর কপিরাইট সংক্রান্ত আইনি অধিকার তারা নিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, সম্প্রতি পার্লে সংস্থা এই নাম ব্যবহার করে নতুন একপ্রকার বিস্কুট বাজারে এনেছে। বিস্ক ফার্মের দাবি, এই নামে যেহেতু তাদের কপিরাইট আছে তাই অন্য সংস্থা তা ব্যবহার করতে পারে না।

বাড়ল নিরাপত্তা

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** বাড়ল কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের নিরাপত্তা। বাংলাদেশে অশান্তির জেরে সোমবার বিকেল থেকেই কড়েয়া এলাকায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের নিরাপত্তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয় লালবাজার। লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, সেইমতো এদিন বিকেলে ডেপুটি হাই কমিশনের সুরক্ষার জন্য মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত ২০ জন পুলিশকর্মী ও আধিকারিক। একই সঙ্গে বাড়ানো হচ্ছে ওই অঞ্চলের সিসিটিভির সংখ্যাও। কলকাতার গোয়েন্দা দফতরকেও বিশেষভাবে সতর্ক করা হচ্ছে। গোয়েন্দাদের বিশেষ টিমও রাখছে নজরদারি। কোনও মিছিল যদি হাই কমিশনের দিকে আসে, তা অনেকটাই দূরে রুখে দেওয়া হবে। এ ছাড়াও যাতে অযাচিত কোনও ব্যক্তি ডেপুটি হাই কমিশনের আশপাশে ঘোরাঘুরি না করে, সেই ব্যাপারে সতর্ক হয়েছেন গোয়েন্দারা। এ ছাড়াও শহরের হোটেলগুলির উপর বিশেষ নজরদারি রাখা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কালা দিবস

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** আগামিকাল ৭ আগস্ট কালা দিবস পালন করবেন ট্যাক্সিচালকরা। এআইটিইউসি অনুমোদিত ট্যাক্সি ও ক্যাব চালকরা এদিন দুপুরে মৌলালি মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করবেন। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশি হয়রানি এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা প্রত্যাহারের দাবিতে ২০১৪ সালের এই দিনে মহামিছিল বের করেন ট্যাক্সিচালকরা। পুলিশ মিছিল আটকায়, পুলিশের লাঠির আঘাতে কয়েকজন জখম হন এবং বেশ কয়েকজনকে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়। মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হবে সমাবেশ থেকে। ওইদিন ধিক্কার এবং কালা দিবস পালন হবে। ফলে রাস্তায় ট্যাক্সি এবং ক্যাবের সংখ্যা কম থাকবে। তাঁদের কথায়, প্রতিবছরই ৭ আগস্ট তাঁরা কালা দিবস হিসাবে পালন করেন। এবছর ১০ বছর পূরণ হচ্ছে। তাই বড় করে সমাবেশ হবে। সংগঠনের আহ্বায়ক নওয়ালকিশোর শ্রীবাস্তব বলেন, "১০ বছর আগে পুলিশ আমাদের শান্তিপূর্ণ মিছিল আটকে মিথ্যে মামলা দিয়েছিল। পুলিশ ট্যাক্সিচালকদের উপর হামলা চালায়। অনেকে জখম হয়েছিলেন। এই দিন তাই আমরা কালাদিবস হিসাবে পালন করি।"

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে

সংশোধনী

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- ই-আর-টি-৪৮-২৪-২৫
কিছু প্রশাসনিক কারণের জন্য উপরিল্লিখিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বন্ধের তারিখ ২২.০৮.২০২৪ সংশোধিত হয়েছে। পূর্বে প্রকাশিত উল্লিখিতের বিশদ টেন্ডার মূল্য : ₹ ২,২৯,১৫,৩৫০/-, বায়নার অর্থাংক : ₹ ২,৬৪,৬০০/-,
এই বিশদগুলি সংশোধিত হয়েছে এবং নিম্নরূপ পড়তে হবে :
টেন্ডার মূল্য : ₹ ২,৫৯,৬৩,৭৪৮/-
বায়নার অর্থাংক : ₹ ২,৭৯,৮০০/-
অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। বিশদ পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**

ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনিয়ার-২
এস.ই.সি.আর., রায়পুর

PR/R/ENGG/PC/99
South East Central Railway @secrail

রাজারহাটে প্রকাশ্য রাস্তায়

ব্যাঙ্ককর্মীকে কুপিয়ে খুন, আত্মসমর্পণ দুষ্কৃতীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর: রাজারহাটে প্রকাশ্যে একটি বেসরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মচারীকে ছুরির এলোপাথাড়ি কোপে খুন। সোমবার বিকেল ৪টে ৫ মিনিট নাগাদ দিনের আলোয় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে যুবকের পেট, কোমর, হাত, পিঠসহ শরীরের একাধিক জায়গা ক্ষতবিক্ষত হয়। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কংক্রিটের রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন ব্যাঙ্ক কর্মী। রাস্তায় যুবকের আর্তনাদ দেখে বাসিন্দারা অনেকেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁদের চিৎকার শুনে ধারালো ছুরিটি ফেলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতী। রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও রক্ষা হয়নি। পুলিশ ও চিকিৎসক সূত্রে খবর, শরীরে ব্যাপক রক্তক্ষরণের জেরে ব্যাঙ্ক কর্মচারীর মৃত্যু হয়। মৃতের নাম প্রসূন বিশ্বাস (৩০)। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী বনগাঁয়। যুবক রাজারহাট ৯১ রোড লাগোয়া পূর্ব কাজিয়াল পাড়া গীতশ্রী সিনেমা হলের পাশে গলিতে বেসরকারি ব্যাঙ্কের ঋণপ্রদান শাখায় কাজ করতেন। রাতে অফিসের সামনেই একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন।

রাজারহাট থানার কার্যত টিলছোড়া দূরত্বে অবস্থিত ওই ব্যাঙ্কিং শাখাটি। ঘটনার পর খুনি নিজে রাজারহাট থানা পুলিশের কাছে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করে। অভিযুক্ত যুবক রাইগাছির বাসিন্দা মহম্মদ কবীর। তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রটি উদ্ধার-সহ ঘটনাস্থল থেকে নানা নমুনা সংগ্রহ করেছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জেনেছে, অভিযুক্ত যুবক ঋণ প্রদানকারী ওই ব্যাঙ্কিং শাখার গ্রাহক। সংস্থা থেকে তিনি একটি মোটা অঙ্কের লোন নিয়েছিলেন। প্রতি সপ্তাহে তার কিস্তিও মেটাতেন। বর্তমানে তা শেষ পর্যায়ে। সম্প্রতি কবীর কয়েকটি কিস্তি শোধ করতে পারেননি। যা নিয়ে ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে কবীরের বিবাদ লেগেছিল। টাকা মেটানো নিয়ে কবীরকে নানাভাবে চাপ দিতে থাকে সংস্থার ম্যানেজার প্রসূন। অভিযোগ, সেই সমস্যা নিয়ে কবীরকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালিও করেন প্রসূন। শুধু কি সেই আক্রোশেই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে পরিকল্পনা মাফিক খুন? না কি পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে। সেই উত্তর খুঁজছে পুলিশ। বিধাননগরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (নিউটাউন) মানব শ্রিংলা বলেন, "খুনের ঘটনায় জোর তদন্ত শুরু হয়েছে।"

ডুমুরজলার আবাসন

পরপর ডাকাতি তিন ফ্ল্যাটে

স্টাফ রিপোর্টার, হাওড়া: ডুমুরজলার কলাবাগান এলাকার পর এবার কালীবাবুর বাজার এলাকায় রাজবল্লভ সাহা লেনে গভীর রাতে একটি অভিজাত আবাসনের তিনটি তলার তিনটি ফ্ল্যাটের লক ভেঙে লক্ষাধিক নগদ টাকা ও লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না চুরি করে চম্পট দিল তিন দুষ্কৃতী। তিন যুবক একটি মোটরবাইকে চেপে এই দুঃসাহসিক চুরি করে। গোটা ঘটনা ধরা পড়েছে সিসি ক্যামেরায়। ডুমুরজলার একটি বাড়িতেও সপ্তাহখানেক আগে বিকেলবেলা একই কায়দায় তিন যুবক একটি বাইকে চেপে এসে দুঃসাহসিক চুরি করে। সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা। আর এর মধ্যেই রাজবল্লভ সাহা লেনের এই ঘটনা। তাই ওই যুবকরাই রবিবার রাতে রাজবল্লভ সাহা লেনের আবাসনে ঢুকে চুরি করেছে কি না তা দুটি ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত করছে পুলিশ। হাওড়া শহরজুড়ে কোনও একটি বিশেষ গ্যাং এই চুরি করছে কি না তাও খতিয়ে দেখছেন হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা।

রবিবার গভীর রাতে সাড়ে ৩টে নাগাদ তিন যুবক ৪৩ নম্বর রাজবল্লভ সাহা লেনের ওই অভিজাত আবাসনটিতে একটি বাইকে চেপে আসে। প্রথমে তারা আবাসনের মূল গেটের তালা ভাঙে। ওই আবাসনে কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। আবাসনটিতে তিনটি টাওয়ার রয়েছে। প্রথমে আবাসনের লবি দিয়ে হেঁটে তিন দুষ্কৃতী একতলায় ঢোকে। সেখানে হাওড়া পুরসভার কর্মী শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে তার ফ্ল্যাটে ঢোকে। তার পর ফ্ল্যাটের ভিতরে আলমারির লক ভেঙে নগদ ২৫ হাজার টাকা ও একটি সোনার চেন নেয়। রবিবার রাতে শিবব্রতবাবু ফ্ল্যাটে ছিলেন না। তিনি ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকেন। এর পর তিন দুষ্কৃতী ওই আবাসনের পাঁচ তলায় ওঠে। সেখানে অভিজিৎ সাউ নামে এক ব্যক্তির ফ্ল্যাটের দরজার তালা ভেঙে সেখান থেকেও কিছু নগদ টাকা ও গয়না নেয়। শিবব্রতবাবুর মতো অভিজিৎবাবুও রবিবার রাতে ফ্ল্যাটে ছিলেন না। এর পর ছ তলায় উঠে দুষ্কৃতীরা প্রমোদ কদম নামে অপর এক ব্যক্তির ফ্ল্যাটের দরজার লক একই কায়দায় ভেঙে ফ্ল্যাটে ঢুকে আলমারি ভেঙে সেখান থেকে নগদ প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ও ১৫ ভরি সোনার গয়না নিয়ে ওই বাইকে চেপেই চম্পট দেয়।

পরিচালক প্রভাত রায়কে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের বিশেষ সম্মান প্রদান করল শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স। ছিলেন সংস্থার কর্ণধার রূপক সাহা, অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও মুম্বইয়ের অভিনেতা শচীন।

শ্রাবণ মাসে পুণ্য সোমবারে রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়দর্শিনী হাকিমের আয়োজনে 'এক কলস যাত্রা'। চেতলা পার্ক থেকে খিদিরপুরের প্রাচীন ভূকৈলাস শিবমন্দির পর্যন্ত।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP GOVERNMENT OF INDIA — Skill India কৌশল ভারত - কুশল ভারত

ভারত সরকার

স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও এন্টারপ্রেনিওরশিপ মন্ত্রক

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিভিইটি), নিউ দিল্লিতে (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অফ মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রিনিউরশীপ -এর অধীনে একটি অ-বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ) চেয়ারপার্সন পদের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

যোগ্যতার মানদণ্ড, নির্ধারিত প্রোফর্মা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সহ বিস্তারিত বিজ্ঞাপন মন্ত্রকের ওয়েবসাইট (http://www.msde.qov.in) -এ উপলব্ধ আছে। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী তাদের সম্পূর্ণ আবেদন ইমেইল eecopo1-msde@gov.in -এর মাধ্যমে জয়েন্ট ডিরেক্টরের কাছে (ই অ্যান্ড পি উইং) অথবা পোস্টের মাধ্যমে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বা তার আগে বিকাল ৫:৩০ টার মধ্যে পাঠিয়ে দিন।

স্বা/-
যুগ্ম পরিচালক
মিনিস্ট্রি অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রিনিউরশিপ

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ০৫.০৮.২০২৪

cbc 63101/11/0004/2425

পদ্মাপাড়ে জ্বলছে আগুন, প্রভাব পড়ছে একাধিক ক্ষেত্রে

বুকিং নেই হোটেলে, উদ্বেগে সদর স্ট্রিটও

স্টাফ রিপোর্টার: প্রায় দুমাস ধরে বাংলাদেশে চলা আন্দোলনের জেরে ট্রাভেল ও হোটেল ব্যবসা জোর ধাক্কা খেয়েছে। একের পর এক বাসের বুকিং বাতিল করতে হয়েছে। হাসিনা সরকারের পতনে পর ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তগুলি সিল করে হয়েছে। বাতিল হয়েছে উড়ান। নিউ মার্কেট এলাকায় হোটেল ও টুর-ট্রাভেল ব্যবসায়ীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও বাড়ছে। বাস ও উড়ানের অগ্রিম টিকিটের টাকা চেয়ে একের পর এক ফোন আসছে ট্রাভেল এজেন্সিগুলির কাছে।

সারা বছরই বাংলাদেশ থেকে প্রচুর নাগরিক ভারতে আসেন। অধিকাংশ আসেন চিকিৎসা করাতে। বাকি ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে ও ভ্রমণের জন্য। বাংলাদেশিরা এদেশে এলে তাঁদের ঠিকানা হয়ে ওঠে নিউমার্কেট এলাকার সদর স্ট্রিট, মারকুইস স্ট্রিট। এখানে হোটেল, পরিবহণ ব্যবসা পুরোটাই বাংলাদেশি রোগী ও পর্যটকদের উপরই নির্ভর করে চলছে। হঠাৎ করে বাংলাদেশে পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠা ও হাসিনা সরকারের পদত্যাগের আঁচ এসে পড়েছে মারকুইস স্ট্রিট, সদর স্ট্রিটে। সদর স্ট্রিটে বেঙ্গল ট্রাভেল সার্ভিস-এর প্রোপ্রাইটার মহম্মদ নাসিম বলেন, বাংলাদেশিদের উপর নির্ভর করে চলে আমাদের ব্যবসা। সে দেশে আন্দোলন শুরু হতেই টিকিট বুকিং কমে গিয়েছিল। অনেকে অগ্রিম বুকিং করেও বাতিল করে দিয়েছে। প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যবসা মার খেয়েছে। পর্যটক বুকিং তো একদমই ছিল না। বাংলাদেশি রোগীদের জন্য কিছু বুকিং হচ্ছিল। কিন্তু এখন সে দেশের সঙ্গে সব যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাস, উড়ান সব বাতিল করা হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রোগীদের উপর নির্ভর করে যেটুকু ব্যবসা চলছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। এখন কতদিন এই পরিস্থিতি চলবে জানি না। ততদিনে ব্যবসার ব্যাপক ক্ষতি হবে।

মারকুইস স্ট্রিটে শ্যামলী পরিবহণের শাখায় বসেছিলেন কর্মচারী সুব্রত। তিনি বলেন, "ওপারে পরিস্থিতি জটিল হতেই বাসের বুকিং বাতিল করতে হয়েছিল। হাসিনা সরকারের ইস্তফার পর ভেবেছিলাম পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাবে। পুনরায় স্বাভাবিক পরিষেবা দেওয়া যাবে। কিন্তু এখন বর্ডার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুকিংয়ের টাকা ফেরত চেয়ে যাত্রীদের ফোন সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।"

সদর স্ট্রিটের হোটেলের রিসেপশনিস্ট বাপন মাইতি বলেন, প্রায় দেড় মাস ধরে ব্যবসা মন্দা চলছে। জুন মাসে তবু কিছু বুকিং ছিল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে কোনও বুকিং হয়নি। কতদিন এরকম চলবে জানি না।

চিকিৎসা করাতে এসে কলকাতায় আটকে ছিলেন বহু বাংলাদেশি। হাসিনার পদত্যাগের পর দেশে ফিরতে অনেকেই তড়িঘড়ি হোটেল ছাড়তে লাগেন। বর্ডার সিল হয়ে যাওয়ায় চিকিৎসা করাতে আসা বাংলাদেশিরা বিপাকে পড়েছেন। অসুস্থ মাকে নিয়ে খুলনা থেকে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন নায়েজ মোরশেদ। আজ, মঙ্গলবার তাঁর ফেরার টিকিট। দিন চারেক আগে কলকাতায় আসেন। তিনি বলেন, আন্দোলনের জেরে বাসে আসার সময় খুলনায় ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল। অনেক কষ্ট করে কলকাতায় পৌঁছই। মঙ্গলবার ফেরার টিকিট রয়েছে। এখন শুনছি সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। দেশে ফেরাটাই এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর এক বাংলাদেশি বলেন, হাতে যা টাকা রয়েছে তা দিয়ে দু-তিনদিন চলে যাবে। তারপর কী হবে জানি না।

শুনশান সদর স্ট্রিট। সোমবার দুপুরে। —অরিজিৎ সাহা

চিকিৎসা করাতে আসা বাংলাদেশিরা এপারে চিন্তায়

স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতার যেমন পার্ক স্ট্রিট। ঠাটবাট আর আধুনিকতায় ঢাকার ধানমণ্ডি ঠিক ততটাই আধুনিক। সেই ধানমণ্ডির বাসিন্দা রফিকুর আলম ভর্তি কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে। সঙ্গে এসেছেন স্ত্রী আর দুই নাবালক ছেলেমেয়ে। রফিকুরের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার হয়েছে। স্ত্রী ছেলে মেয়ে রয়েছেন পার্ক সার্কাসে আত্মীয়ের বাড়িতে। ঠিক ছিল আগামী সপ্তাহে বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু সোমবার সকালে টিভিতে দেশের আপডেট দেখে স্তম্ভিত! কী করবেন বুঝতেই পারছেন না রফিকুরের স্ত্রী। রফিকুর একটা উদাহরণ মাত্র। বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লা-সহ বিভিন্ন জেলার রোগী ফি মাসেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে আসেন চিকিৎসার জন্য। স্বাস্থ্যভবনের প্রাথমিক তথ্য বলছে, কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে কমবেশি ৩০০ রোগী চিকিৎসাধীন। এঁদের মধ্যে কেউ সবে ভর্তি হয়েছেন। কারও আবার কয়েকদিনের মধ্যেই ছুটি হবে। মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছেন বাড়ি ফিরতে। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখে শরীর সুস্থ হলেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন রোগীর পরিজন। রাজ্য স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা ডা. কৌস্তভ নায়েক বলেছেন, "শুধু বাংলাদেশ নয়। নেপাল, ভুটান থেকেও কলকাতা তথা রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রোগী আসেন। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে কলকাতার উপহাই কমিশনার ঠিক করবেন তাঁরা কীভাবে দেশে ফিরবেন অথবা ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হবে কি না।" কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতাল বাংলাদেশের রোগীদের কাছে অতিপরিচিত। কয়েক যুগ ধরে বাংলাদেশের রোগীদের চিকিৎসা করছে এই হাসপাতাল। তবে এখন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালেও প্রতিবেশী দেশের রোগীরা আসেন। চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে যান। পিয়ারলেস হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. সিঞ্চন ভট্টাচার্যর কথায়, "ফি মাসে নানাবিধ রোগী ভর্তি হন। হাসপাতালের তরফে পড়শি দেশের রোগীর আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাদের যদি কোনও প্রয়োজন হয় সাধ্যমতো চেষ্টা করা হবে।" তবে সিঞ্চনও বলেছেন, "গোটাটাই পররাষ্ট্রমন্ত্রক ও উপহাই কমিশনারের মধ্যের বিষয়। আমাদের কিছুই করার নেই।" কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হেমাটোলজি অ্যান্ড ব্লাড ট্রান্সফিউশন বিভাগে গত তিন বছর ধরে একটি পরিবার তাঁদের সন্তানের চিকিৎসার জন্য আসেন। হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ ডা. অঞ্জন অধিকারীর কথায়, আপাতত তিনজন রোগী ভর্তি আছে। চিকিৎসা চলছে। সুস্থ হওয়ার পর তাঁরাই ঠিক করবেন কী করতে চান? আমাদের কাজ ভিসা ও সংশ্লিষ্ট পরিচয়পত্র দেখে চিকিৎসা করা।"

প্রভাব উড়ান, ট্রেনেও

স্থল পরিবহণ বাতিল ভারত বাংলাদেশের

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশে সেনা অভ্যুত্থানের পরিস্থিতিতে ভারত থেকে বাংলাদেশ সমস্ত রকমের পরিবহণ বন্ধ করে দেওয়া হল। উল্লেখ্য, স্থলপথে বাণিজ্যিক পরিবহণ বেশ কয়েকদিন ধরেই বন্ধ ছিল। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল বিমান, বাস, রেল পরিবহণ। সোমবার বিকেল থেকে সমস্ত ধরনের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করল বিএসএফ। এদিন বিকেল ৩.২০ মিনিট নাগাদ বাংলাদেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় মালদা জেলার মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে। সীমান্ত এলাকা বরাবর কড়া নজরদারি শুরু করে বিএসএফ। কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়েও ভারত-বাংলাদেশ ও ভুটান-বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায় সোমবার। বর্তমান পরিস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে পণ্যপরিবহণকারী মালগাড়িও না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছাড়ার পরই বুধবার পর্যন্ত দুই বাংলার যোগাযোগকারী ট্রেন মৈত্রী এক্সপ্রেস ও বন্ধন এক্সপ্রেসের বাতিলের দিন বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় রেল। পূর্ব রেল জানিয়েছে, বাংলাদেশ রেল থেকে বার্তা পাওয়ার পরই বাতিলের দিন বাড়ানো হয়েছে ৭ আগস্ট পর্যন্ত। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির জন্য দুসপ্তাহের বেশি সময় ধরে মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেস দুটি ট্রেনই লাগাতার বাতিল করা হচ্ছিল। এবার তা আরও বাড়ানো হল। ১৯ জুলাই খুলনাগামী বন্ধন এক্সপ্রেসে যাত্রা করছিলেন ২৯৬ জন বাংলাদেশি যাত্রী। ওই ট্রেনে ভারতীয় যাত্রী ছিলেন সাকুল্যে দুজন। তবে সোমবার বিকেল পর্যন্ত রেল পুলিশ ও বিএসএফের মধ্যে কোনওরকম আলোচনা না হওয়ায় দুই চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের উপর দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনগুলিতে বাড়তি কোনওরকম পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেয়নি রেল পুলিশ বা আরপিএফ।

ওপারে আগুন, ঘুম নেই এপারেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, তেহট্ট: এই মুহূর্তে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ, দেশছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সেই খবরে অশনি সংকেত আঁচ করে আতঙ্কিত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাঁটাতার সংলগ্ন ভাটুপাড়া গ্রামের মানুষ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশ ছাড়ার পরেই আগের তুলনায় বেড়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারি। কাঁটাতার বরাবর সীমান্তের রাস্তায় আগের থেকে বেশি যাতায়াত করছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গাড়ি। গ্রামের মধ্যে ইতস্তত জটলা, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ নিয়ে। গ্রামবাসীদের মুখে বলতে শোনা যায় আমাদের রক্ষা করবে বিএসএফ। ভাটুপাড়া ছাড়াও আতঙ্কিত তেহট্ট মহকুমার সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামগুলোর সাধারণ মানুষ। সকলের কথাতেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন, আবার কি তাহলে ৭১-এর স্মৃতি ফিরে আসছে। সীমান্তবর্তী এলাকার অনেক পরিবারেরই আত্মীয়স্বজন রয়ে গিয়েছে ওপার বাংলায়, তারা কোথায় কী অবস্থায় আছে সেই খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছে অনেকেই।

গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের কথায় ভাটুপাড়া গ্রামটি কাঁটাতার ঘেঁষা হলেও এখনও পর্যন্ত আমাদের কোনও সমস্যা হয়নি, গ্রামের মধ্যেই রয়েছে বিএসএফের বড় ক্যাম্প, এই ক্যাম্পের জওয়ানরাই আমাদের পাহারাদার, এই বিএসএফ ভাইদের জন্যই আমরা নিরাপদে আছি, রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছি। যদি কোনও বিপদ আসে আশা করি বিএসএফ আমাদের বুক আগলে রক্ষা করবে।

গ্রামের যুবক মানবেন্দ্র দাসবৈরাগ্য জানান, সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে জানতে পারলাম বাংলাদেশের ভয়ানক পরিস্থিতির কথা, পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে, যে কারণে প্রতিবেশী দেশের ঢিলছোড়া দূরত্বে বসবাস করার কারণে আতঙ্কবোধ করছি। যদি কোনও বিপদ আসে বিএসএফ আমাদের রক্ষা করবে।

গ্রামের কলেজ-ছাত্রী মিষ্টু ঘোষ জানান, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ভয়ানক পরিস্থিতি চলছে, দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অগ্নিগর্ভ অবস্থা, যে কারণে সীমান্তের রাস্তায় বিএসএফের গাড়ির আনাগোনা বেশি নজরে পড়ছে, সীমান্তে আগের চাইতে বাড়ানো হয়েছে বিএসএফের টহলদারি। এই সমস্ত দেখে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি আমরা।

ছোটবেলায় ভারত বাংলাদেশ বলে কোন তফাত বুঝতাম না, আমাদের ভাষা আচার-আচরণ সমস্ত কিছুই এক, কাঁটাতারের বেড়া আমাদের আলাদা করে রেখেছে। এই ঘটনার জেরে যদি কোনও বিপদ আসে বিএসএফ আমাদের রক্ষা করবে। তারাই আমাদের গ্রামকে প্রাচীরের মতো ঘিরে রেখে রক্ষা করবে।

গড় আয়ু বাড়ছে, কমছে জন্মহার

স্টাফ রিপোর্টার: বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এদেশে তথা এ রাজ্যে বয়স্কদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আসলে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে কিন্তু অন্যদিকে কমছে জন্মহার। সারা দেশের নিরিখে ২০০০ সালে জন্মহার ছিল ৩.৩৫ শতাংশ, এখন তা কমে দাঁড়িয়ে ২.১১২ শতাংশ। সংখ্যার নিরিখে কম মনে হলেও মোট জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে সংখ্যাটা চোখ কপালে ওঠার মতোই। আরও চিন্তার কথা, এরাজ্যে বর্তমান জন্মহার দাঁড়িয়েছে ১.২ শতাংশ। সম্প্রতি ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভিসের রিপোর্টে এই তথ্যই প্রকাশিত হয়েছে।

সন্তানহীনতা আজকের প্রজন্মের একটি অন্যতম সমস্যা। আশঙ্কাও বটে। এ ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছেন একদল ইনফার্টিলিটি চিকিৎসক ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। সম্প্রতি একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বর্তমান প্রজন্মের দেরিতে বিয়ে করা ও তারপর ৩২-৩৫ বছর বয়স পেরিয়ে সন্তান নেওয়ার ভাবনাই এই শঙ্কা ডেকে আনছে। কেরিয়ার সামলে যখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন একজন মহিলা তখন দেখা যাচ্ছে ততদিনে তাঁর উন্নতমানের ডিম্বাণুর সংখ্যা কমে গিয়েছে। এই ঘাটতির অন্যতম কারণ অতিরিক্ত মানসিক চাপ, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, দূষণ, খাবারে মেশানো রং, কেমিক্যাল। এগুলিই বন্ধ্যত্বের পিছনে সবচেয়ে দায়ী— জানান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সৃষ্টি আইভিএফ সেন্টারের অধিকর্তা ডা. সুদীপ বসু। তিনি আরও বলেন, এ ব্যাপারে মহিলারা একেবারেই সচেতন নন। নিত্য দেখা যায় অসংখ্য রোগী আসেন যাঁরা জানেনই না এমন বন্ধ্যত্বজনিত সমস্যার ব্যাপারে। যখন শোনেন তার পর হয়তো বেশিরভাগের